৭৫ দৈনিক খবর

তারিখ 27 DEC 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

ফরম পূরণ নিয়ে এই ঘাপলা কেন?

দৈনিক খবরের সিলেটস্থ নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত এক খবরে জানা যায়, কুমিল্লা বোর্ডের আওতাধীন '৯২ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ফরম এখন পর্যন্ত সিলেটের হাইস্কুলগুলোতে এসে না পৌছার কারণে পরীক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকরা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করার বোর্ড নির্ধারিত শেষ সময়সীমা হচ্ছে ৩০শে ডিসেম্বর এবং ১২ই জানুয়ারী '৯২ হচ্ছে জরিমানাসহ বোর্ডে পৌছানোর শেষ তারিখ। সিলেটের এসব স্কুলের প্রায় প্রতিটিতে শতাধিক পরীক্ষার্থী রয়েছে। ফরম পূরণ করতে অনেক নিয়ম-কানুন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। এ জন্যে রেজিস্ট্রেশন ফরম দাখিলের শেষ সময়সীমার কমপক্ষে ২০ দিন আগে এসে না পৌছানে সময় স্বল্পতার কারণে মারাত্মক ঝামেলা পোহাতে হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা পৌছানোও সম্ভব হয়ে উঠে না। এ কারণে অন্ততঃ এক মাস আগে রেজিস্ট্রেশন ফরম স্কুলে স্কুলে পাঠিয়ে দেয়া সমীচীন বলে সিলেটের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকেরা অভিমত প্রকাশ করেছেন। তারা বলেছেন, বোর্ড কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতা থাকলে তারা এক মাস আগেই প্রয়োজনীয় ফরম পাঠাতে পারেন।

প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে- তবু কেন এই অবস্থা। বাস্তবিকই আমরা ভেবে বিস্মিত বোধ করছি যে, বোর্ড নির্ধারিত নিদিষ্ট সময়সীমা যখন প্রায় শেষ হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা তখনও সিলেটের হাই স্কুলগুলোতে আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ফরম এসে পৌছায়নি। অথচ বোর্ড নির্ধারিত সময়সীমা অনুযায়ী জরিমানা ব্যতিরেকে উক্ত ফরম জমা দেয়ার জন্যে হাতে সময় আছে আর মাত্র ৩ দিন। অবশ্য জরিমানাসহ এই ফরম জমা দেয়া চলবে আগামী ১২ই জানুয়ারী পর্যন্ত। কিন্তু যে ফরম ঐ তারিখের মধ্যে দাখিল করতে হবে তা যদি এখনও স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে এসে না পৌছায় তাহলে পরীক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের উদ্বেগ যে কি পরিমাণে বেড়ে যেতে পারে তা অনুমান করতে এতটুকু কষ্ট হওয়ার কথা নয়। আমরা তাদের উদ্বেগের গভীরতা উপলব্ধি করতে পারছি। আর তা পারছি বলেই আমরা বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে নেয়ার চেষ্টা করছি। সংবাদসূত্রে জানা যায়, বোর্ড কর্তৃপক্ষ নাকি গত ১৭ই ডিসেম্বর সিলেটের প্রতিটি হাই স্কুলে ফরম প্রেরণ করেছেন। যদি তাই হয়, তাহলে ফরমগুলো এখনো কেন সিলেটের হাই স্কুলগুলোতে এসে পৌছাচ্ছে না সেটাও এক রহস্যজনক ব্যাপার নয় কি? আসলে গোটা ব্যাপারটিই রহস্যজনক। যখন এসএসসি পরীক্ষার্থীরা ফরম পূরণ করে পরম নির্ভাবনায় পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে ঠিক তখনই যদি এই জটিলতার মুখে তাদের এহেন অনিশ্চিত অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় তাহলে এর চেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার আর কি হতে পারে।

আমরা জানি না '৯২ সালের এসএসসি পরীক্ষাকে সামনে রেখে কুমিল্লা বোর্ডের অধীন অন্যান্য জেলার হাই স্কুলগুলোতেও ঠিক একই প্রকার সমস্যার উদ্ভব হয়েছে কি না। সিলেটে হলে অন্য জেলাতে হওয়াও বিচিত্র নয়। আর তাই আমরা কুমিল্লা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে এখনই খোঁজখবর নেয়ার পরামর্শ দিচ্ছি। যদি কোন কারণে উক্ত বোর্ডের অধীন কোন স্কুলে এখনও রেজিস্ট্রেশন ফরম বা এসএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না গিয়ে থাকে তাহলে কালবিলম্ব না করে যত দ্রুত সম্ভব সেগুলো প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষেরও এ ব্যাপারে দায়িত্ব রয়েছে। তারা যখন দেখতে পাচ্ছেন ফরম পূরণ করার বোর্ড নির্ধারিত সময়সীমা প্রায় শেষ হওয়ার পথে, তখন তাদেরও চুপটি করে বসে থাকার কোন অবকাশ নেই। নিজ দায়িত্বেই তখন তাদের বোর্ড অফিসে ছুটতে হবে খবর নেয়ার জন্যে। আমরা যেমন বোর্ড কর্তৃপক্ষকেও এ ব্যাপারে দায়িত্ব পালনের জন্যে আন্তরিক ও তৎপর হতে বলবো, তেমনি প্রতিটি হাই স্কুলের কর্তৃপক্ষকেও আমরা বলবো, আপনারাও আপনাদের করণীয় দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ থাকুন। অনেক সময় 'কম্যুনিকেশন গ্যাপ'-এর কারণে এইসব সমস্যা বা জটিলতার উদ্ভব হয়। বোর্ড কর্তৃপক্ষের সাথে হাই স্কুল কর্তৃপক্ষের চিঠিপত্র অথবা ফোনের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ হলে এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। সে যাই হোক, আমরা আশা করবো- রেজিস্ট্রেশন করম পূরণের প্রশ্নে সিলেট জেলার হাই স্কুলগুলোতে যে উদ্ভূত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জরুরী পদক্ষেপ নেবেন। আমরা এটাও আশা করবো যে, আগামীতে করম পূরণ নিয়ে যাতে এ ধরনের ঘাপলার সৃষ্টি না হয় সেজন্যে বোর্ড এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ উভয়েই সতর্কতা অবলম্বন করবেন।